যায়যায়দিন

তারিখ 18 JAN 2009 ... পৃ ১ কলাম ৭

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ

পলাশ সরকার

দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে দলের নেতাকর্মীরা। কোথাও কোথাও চলছে বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এসব সংঘর্ষের কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অভিভাবকরাও শঙ্কিত তাদের সন্তানদের শিক্ষাজীবন ও নিরাপত্তা নিয়ে। ক্যাম্পাসগুলোতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে না ক্লাস ও পরীক্ষা। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সেশন জটের কবলে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।

শঙ্কিত সাধারণ শিক্ষার্থীরা

এদিকে সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। ভর্তি পরীক্ষার পর এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ভাইভাসহ আনুষঙ্গিক ভর্তি প্রক্রিয়া। এসব ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অনেকেই ক্যাম্পাসে যেতে ভয় পাচ্ছে।

সর্বশেষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তির ভাইভা দিতে আসা কয়েক শিক্ষার্থীর আহতের খবর জানা গেছে।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পরপরই তার দলের নেতাকর্মীদের সংযত হতে বলেছেন।

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান পৃ-১০ ›› ক-১

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন তার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীকে শান্ত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। কার্যত তাদের কোনো নির্দেশে কান দিচ্ছে না সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরপরই ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের শীর্ষ নেতারা ক্যাম্পাসগুলোতে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। শীর্ষ পদে থেকেও ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তার করতে না পারার বিষয়টিকে দেখছেন প্রেস্টিজ ইস্যু হিসেবে।

বিভিন্ন ক্যাম্পাসের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ছাত্রলীগের একটি অংশ ছাত্রদল ও শিবিরের নেতাকর্মীদের দলে পুনর্বাসন করছে। মূলত এ বিষয়ের কারণে প্রতিদিনই তাদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলে কিছুদিন আগে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা গ্রুপের নেতাকর্মীদের রাতভর মারামারির ঘটনা ঘটেছে।

বাদশা গ্রুপের অভিযোগ, সোহেল রানা টিপু দল ভারি করার জন্য জিয়া হলে ছাত্রদলের কর্মীদের নিজ দলে টানছেন। জিয়া হলের সংঘর্ষের উত্তাপ অন্য হলগুলোতেও ছড়াতে পারে বলে আশঙ্কা ছাত্রলীগ সিনিয়র নেতাকর্মীদের।

রাজধানীর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গতকাল ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। তুচ্ছ একটি ঘটনার রেশ ধরে সেখানকার সভাপতি কামরুল হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ গ্রুপের কর্মীদের মধ্যে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত।

কামরুল হাসান রিপন ও গাজী আবু সাঈদ দাবি করেন, সংগঠনের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে ছাত্রলীগ নামধারী ক্যাডাররা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তবে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হান্নান এ সংঘর্ষের পেছনে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে দায়ী করেছেন।

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে চলছে সংঘর্ষ। সভাপতি সোহেল পারভেজ ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ নাসের খান দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসের বাইরে ছিলেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তারা ক্যাম্পাসে ফিরতে শুরু করেছেন। এরই মধ্যে তারা চারটি হলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন। এখন বঙ্গবন্ধু হল ও ভাসানী হলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চলছে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রলীগ-ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরে ত্রিমুখী সমস্যা বিরাজমান। ভিসির পদত্যাগের দাবিতে সেখানেও চলছে আন্দোলন। যে কোনো সময় ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের হামলায় আহত হয়েছেন দুই সাংবাদিকসহ আট ছাত্র।